২২ জনের লাশ হস্তান্তর, অন্যদের ডিএনএ পরীক্ষা শুরু

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বেসরকারি বিএম কনটেইনার ডিপোতে বিস্ফোরণ ও আগুনের ঘটনায় নিহতদের মধ্যে ২২ জনের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

রোববার রাত থেকে সোমবার সকাল ১০টা পর্যন্ত এসব লাশ হস্তান্তর করেছে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। চমেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির এএসআই আলাউদ্দিন তালুকদার সোমবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এই ২২ জনের পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে। অন্যদের পরিচয় শনাক্তে ডিএনএ পরীক্ষা করবে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। সোমবার সকাল সাড়ে ৯টায় সংস্থাটির ফরেনসিক বিভাগ নিহতদের স্বজনদের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ শুরু করেছে। পরিচয় শনাক্তের পর লাশ হস্তান্তর করা হবে।

লাশ হস্তান্তর করা ২২ জন হলেন—হাবিবুর রহমান (২৩), রবিউল ইসলাম (১৯), মমিনুল হক (২৪), মহি উদ্দিন (২২), তোফায়েল ইসলাম (২২), আফজাল হোসেন, মো. সুমন (২৮), ইব্রাহিম হোসেন (২৭), ফারুক জমাদ্দার (৫০), মো. হারুন (৫৫), মো. নয়ন (২২), শাহাদাত হোসেন (২৯), শাহাদাত উল্লাহ মজুমদার, মো, রিদুয়ান (২৫), রানা মিয়া, তহিদুল হাসান, নাজিমউদ্দিন রুবেল, নিপন চাকমা, মিটু দেওয়ান, আলা উদ্দিন (৩৫), শাকিল তরফদার ও মো. মনিরুজ্জামান (২২)।

চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মমিনুর রহমান বলেন, ‘বিস্ফোরণ ও আগুনে মোট ৪৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে ৪১ জনের লাশ চমেক হাসপাতালে আছে। বাকি আট জনের লাশ বিভিন্ন হাসপাতালে রয়েছে। ২২ জনের পরিচয় শনাক্ত হওয়ায় স্বজনদের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।’

বাকি লাশের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহে নেতৃত্বে দিচ্ছেন চট্টগ্রাম সিআইডির এডিশনাল এসপি জাহাঙ্গীর আলম। তিনি বলেন, যেসব স্বজন দুর্ঘটনায় নিখোঁজ আছে দাবি করছেন, তাদের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। নিখোঁজের বাবা-মা, ভাই-বোন, কিংবা সন্তানদের মধ্যে যেকোনো দুজনের নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। যেসব লাশ শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি, সেগুলোর নমুনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে।’

চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি মো. আনোয়ার হোসেন জানান, ২২ জনের পরিচয় শনাক্ত হওয়ায় স্বজনদের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে। বাকিদের লাশ ডিএনএ পরীক্ষার পর হস্তান্তর করা হবে। তবে ডিএনএ রিপোর্ট পেতে প্রায় এক মাস সময় লাগবে। ততদিন এসব লাশ মর্গের ফ্রিজারে রাখা হবে।’

শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে বিএম ডিপোর একটি শেডে কনটেইনারে আগুনের সূত্রপাত হলে রোববার পর্যন্ত জ্বলতে থাকে।

আগুনে সীতাকুণ্ডে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পূর্বপাশে কেশবপুর গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে গড়ে উঠা বিএম কনটেইনার ডিপো পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে।

ডিপো থেকে একের পর এক বের করে আনা হয় লাশ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে মৃতের সংখ্যা। শুরু হয়ে যায় স্বজনের দৌড়ঝাঁপ-ছোটাছুটি। ঘন ঘন অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে গোটা পরিবেশ।

স্মরণকালের ভয়াবহ এ অগ্নিকাণ্ডে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের কেশবপুরে বেসরকারি কনটেইনার ডিপো পরিণত হয় মৃত্যুপুরীতে।

দুর্ঘটনা তদন্তে ছয় কমিটি: বিএম ডিপোর অগ্নিদুর্ঘটনা তদন্তে একাধিক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজ, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, ফায়ার সার্ভিস পৃথক তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

আবারও বাড়ল গ্যাসের দাম

আবাসিক খাতে প্রাকৃতিক গ্যাসের মাসিক বিল এক চুলার ক্ষেত্রে ৯৯০ টাকা এবং দুই চুলার ক্ষেত্রে ১ হাজার ৮০ টাকা করা হয়েছে। জুলাই মাস থেকে এ দাম কার্যকর হবে।

রোববার বিকাল ৩টায় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মো. আবু ফারুক এ দাম ঘোষণা

করেন।

এখন আবাসিক গ্রাহকদের এক চুলার জন্য ৯২৫ টাকা আর দুই চুলার জন্য ৯৭৫ টাকা মাসে বিল দিতে হয়। সে হিসাবে এক চুলার ক্ষেত্রে ৬৫ টাকা ও দুই চুলার ক্ষেত্রে ১০৫ টাকা বাড়ল।

গত ২১ মার্চ রাজধানীর বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে গ্যাস বিতরণ কোম্পানিগুলোর দাম বাড়ানোর বিপরীতে গণশুনানি করে বিইআরসি।

ওই শুনানিতে গ্যাসের দাম ১১৭ শতাংশ, অর্থাৎ এক চুলা ৯২৫ থেকে বাড়িয়ে ২০০০ টাকা, দুই চুলা ৯৭৫ থেকে বাড়িয়ে ২১০০ টাকা করার প্রস্তাব করার বিপরীতে দুই চুলা ৯৭৫ থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার ৮০ টাকা এবং এক চুলার ট্যারিফ ৯২৫ থেকে বাড়িয়ে ৯৯০ টাকায় উন্নীত করার সুপারিশ করে বিইআরসি।

দেশের ছয়টি গ্যাস বিতরণ কোম্পানি গত জানুয়ারিতে গড়ে ১১৭ শতাংশ দাম বাড়ানোর প্রস্তাব করেছিল। এতে এক চুলায় ২ হাজার ও দুই চুলায় ২ হাজার ১০০ টাকা করার দাবি করা হয়েছিল।

বিইআরসির চেয়ারম্যান আবদুল জলিল ২১ মার্চ শুনানিতে বলেছিলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে ১১৭ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব বাস্তবসম্মত নয়। দুর্বল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে না। সবার আগে জনগণ।

চট্টগ্রামের বিস্ফোরণে ২৫ লাশ উদ্ধার

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের সোনাইছড়ি ইউনিয়নে বিএম কনটেইনার ডিপোতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় এখন পর্যন্ত ২৫ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৫ জন ফায়ার সার্ভিস কর্মী। শনিবার রাতের এই দুর্ঘটনায় চার শতাধিক দগ্ধ ও আহত হয়েছেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সীতাকুণ্ড থানার ওসি আবুল কালাম আজাদ। তিনি বলেন, আহতদের মধ্যে শ্রমিক, পুলিশ সদস্য ও ফায়ার

সার্ভিসকর্মীরা রয়েছেন। এদের মধ্যে বেশিরভাগকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। অনেককে বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, ওই ডিপোতে ৫০ হাজারের বেশি কনটেইনার রয়েছে। কেমিক্যাল কনটেইনার থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে ধারণা করা হচ্ছে। আগুন লাগার পর কনটেইনারগুলো একের পর এক বিস্ফোরিত হতে থাকে। বিস্ফোরণে ঘটনাস্থল থেকে তিন-চার কিলোমিটার এলাকা কেঁপে ওঠে। আশপাশের বাড়ি-ঘরের জানালার কাচ ভেঙে পড়ে।

অগ্নিদগ্ধদের জরুরি চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রামের সব চিকিৎসকের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। বেসরকারি হাসপাতালগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সীতাকুণ্ডে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আহতদের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য। বেসরকারি হাসপাতালসহ সব হাসপাতাল প্রস্তুত রয়েছে আহতদের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য।

চমেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ শামীম আহসান বলেন, ছুটিতে থাকা সব চিকিৎসক-নার্সকে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে আনা হয়েছে। এতসংখ্যক রোগীকে চিকিৎসা দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত ওষুধ মজুত নেই। এ জন্য জরুরি ভিত্তিতে ওষুধ, স্যালাইন, পেইন কিলার নিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়ানোর অনুরোধ করছি সবাইকে। সেই সঙ্গে আশপাশের উপজেলা ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে চিকিৎসক আনা হয়েছে। তবু চিকিৎসা দিয়ে পেরে উঠছি না আমরা।

চমেক হাসপাতালের সহকারী পরিচালক রাজিব পালিত বলেন, দগ্ধদের মধ্যে অনেকের অবস্থা গুরুতর। তাদের চিকিৎসার জন্য জরুরি ভিত্তিতে রক্তের প্রয়োজন। এ জন্য রক্ত চেয়ে মাইকিং করা হচ্ছে। আশপাশের সবাইকে হাসপাতালে এসে রক্ত দিয়ে আহতদের পাশে দাঁড়ানোর অনুরোধ জানাচ্ছি।

মেহেরপুরের মোদাচ্ছেরসহ

শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের ৪ হোতা গ্রেপ্তার

হিডেন স্পাই ওয়্যারলেস কিট ব্যবহার করে সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণের নিশ্চয়তা দিয়ে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া সিন্ডিকেটের হোতাসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)।

এর মধ্যে একজন হচ্ছেন মেহেরপুর সদর উপজেলার মৃত গোলাম মোস্তফা বিশ্বাসের ছেলে মো. মোদাচ্ছের হোসেন। তিনি মুজিবনগর সমাজসেবা অফিস থেকে ২০১৯ সালে অবসর নেন। বাকি ব্যক্তিরা হলেন- চক্রের হোতা সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার মো. আমির হোসেনের ছেলে মো. ইকবাল হোসেন, তার সহযোগী গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীর সেকেন্দার আলীর ছেলে রমিজ মৃধা, একই উপজেলার মৃত আব্দুল মান্নান তালুকদারের ছেলে মো. নজরুল ইসলাম।

বুধবার রাতে রাজধানী ও এর আশপাশে এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে বেশকিছু ডিভাইস ও আলামত উদ্ধার করা হয়। এই ব্যাপারে বৃহস্পতিবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে র্যাবের মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলন করে বিস্তারিত জানান সংস্থাটির পরিচালক (আইন ও গণমাধ্যম শাখা) কমান্ডার খন্দকার আল মঈন।

সংবাদ সম্মেলনে খন্দকার আল মঈন জানান, সম্প্রতি কিছু অসাধু ব্যক্তি/সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্র বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সুকৌশলে ফাঁস করে হিডেন স্পাই ওয়্যারলেস কিট ব্যবহার করে সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণের নিশ্চয়তা দিয়ে চাকরি প্রার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে শর্তসাপেক্ষে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। আসছে ২০ মে অনুষ্ঠেয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষাকে সামনে রেখে প্রতারক চক্রগুলো তাদের তৎপরতা বৃদ্ধি করেছে মর্মে র্যাব গোয়েন্দা সূত্রে জানতে পারে। এসব চক্রকে আইনের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে র্যাব তাদের গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করে।

তিনি জানান, এরই ধারাবাহিকতায় গত রাত ১টার দিকে র্যাব-২ এর একটি

আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাজধানী ও তার আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই চার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।

জিজ্ঞাসাবাদের বরাতে খন্দকার আল মঈন জানান, প্রথমে তারা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি নিয়োগ পরীক্ষা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে। পরবর্তীতে ওই নিয়োগ পরীক্ষার পরীক্ষা নেওয়ার স্থান ও পরীক্ষার গার্ড সম্পর্কে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে। এ সময় চক্রের অন্যান্য সদস্যরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সরকারি/বেসরকারি চাকরি প্রত্যাশিদের খুঁজে বের করে ১০-১৫ লাখ টাকার বিনিময়ে পরীক্ষায় পাস এবং চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নিশ্চয়তার মাধ্যমে তাদেরকে প্রলোভন দেখাত। পরবর্তীতে আগ্রহী পরীক্ষার্থীদের কাছে উদ্ধারকৃত ডিভাইসগুলো প্রদান করে এর ব্যবহার বিধি প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রাথমিকভাবে ১/২ দুই লাখ টাকা জামানত হিসেবে গ্রহণ করত। অবশিষ্ট টাকা চাকরি পাওয়ার পরে পরিশোধ করবে মর্মে চুক্তি করত। এভাবে তারা বিগত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন চাকরি প্রার্থীদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়।

তিনি আরও জানান, বিদেশ থেকে আনা এই ডিভাইসগুলো মূলত দুইটি অংশে বিভক্ত। ডিভাইসটির একটি অংশ পরীক্ষার্থীদের কানের ভেতর এবং অটোমেটিক কল রিসিভ হওয়ার সিম লাগানো অপর অংশটি শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ কায়দায় লুকিয়ে তাদের পরীক্ষার হলে প্রবেশ করাত। পরবর্তীতে পরীক্ষার্থীরা নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ছবি বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে তাদের নিকট পাঠাত। চক্রটি প্রশ্নপত্রের উত্তর দেওয়ার জন্য পূর্ব থেকেই মেধাবী শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে একটি টিম প্রস্তুত রাখত। পরীক্ষার হল থেকে পাঠানো প্রশ্নপত্রের উত্তরসমূহ মেধাবী শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত টিমের মাধ্যমে খুঁজে বের করে চুক্তিবদ্ধ পরীক্ষার্থীদের বলে দিত।

র্যাব জানায়, চক্রের হোতা ইকবাল ২০০৮ সালে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে চাকরি পায়। নিজ এলাকায় শিক্ষকতা করছিলেন। এরই মধ্যে ২০১৫ সালে একই এলাকার অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী আলতাফ হোসেন নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিচয় হয়। মূলত আলতাফের কাছেই বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় পাসের নিশ্চয়তা দিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার বিষয়টি রপ্ত করে। পরবর্তীতে আলতাফ মারা গেলে তিনি নিজেই চক্রটি পরিচালনা করা শুরু করেন। তার বিরুদ্ধে উল্লাপাড়া থানায় একটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা এবং বেশ কয়েকটি সাধরণ ডায়েরি (জিড) রয়েছে।

গ্রেপ্তার রমিজ এই প্রতারক চক্রের অন্যতম সহযোগী এবং একটি হত্যা মামলার পলাতক আসামি। গ্রেপ্তার এড়াতে পালিয়ে থাকার সময় ২০২০ সালে ইকবালের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইস সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকায় তাকে এই প্রতারক চক্রের সদস্য করেন ইকবাল।

আর নজরুল ১৯৯৪ সালে সমাজসেবা অধিদপ্তরে অফিস সহকারী-কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে চাকরিতে যোগদান করেন। নজরুল এবং রমিজের বাড়ি পাশাপাশি হওয়ায় তারা একে অপরের পূর্বপরিচিত ছিলেন। তিনি দেশের বিভিন্ন এলাকার মানুষকে চাকরি দেওয়ার কথা বলে ইকবাল ও রমিজের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতেন তিনি।

মোদাচ্ছের মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার সমাজসেবা কার্যালয় থেকে সমাজসেবাকর্মী হিসেবে ২০১৯ সালে অবসর নেন। তিনিও সাধারণ চাকরি প্রার্থীদের খুঁজে বের করে ইকবাল ও রমিজের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতেন। গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

এখন এক ডলারে ১০২ টাকা

দেশের খোলা বাজারে ডলারের তীব্র সংকট সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী ডলার সরবরাহ করতে পারছে না মানিএক্সচেঞ্জগুলো। সে কারণেই প্রতি দিনই দর বাড়ছে। এক দিনের ব্যবধানে খোলা বাজারে মার্কিন ডলারের দাম ৪ টাকা বেড়ে ১০২ টাকা হয়েছে।

গত মঙ্গলবার রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় মানি এক্সচেঞ্জে প্রতি ডলার সর্বোচ্চ ১০২ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে। সোমবার খোলাবাজারে প্রতি ডলারের বিনিময় মূল্য ছিলো ৯৬ থেকে ৯৮ টাকা।

পুরান ঢাকার শাঁখারি বাজার এলাকার এক্সচেঞ্জ হাউজগুলো থেকে জানা গেছে, এখন ১০২ ডলার টাকায় পাওয়া গেলেও হয়তো বুধবার দাম আরও বেড়ে যাবে। কারণ, এক্সচেঞ্জ হাউজগুলো চাহিদা অনুযায়ী ডলার পাচ্ছে না। এছাড়া সামনে হজ মৌসুম আসছে, আরও দাম বাড়বে।

জানা গেছে, বেশ কিছুদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমছে। সোমবার বড় দরপতন হয়। এক দিনেই আমেরিকান ডলারের বিপরীতে ৮০ পয়সা দর হারায় টাকা। দেশের ইতিহাসে এর আগে কখনই এক দিনে টাকার এত বড় দরপতন হয়নি। চাহিদা বৃদ্ধি ও সরবরাহ সংকটের কারণে এক সপ্তাহের ব্যবধানে বাংলাদেশ ব্যাংক সোমবার মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মান আবার কমায়। প্রতি মার্কিন ডলারের বিনিময় মূল্য ৮০ পয়সা বাড়িয়ে ৮৭ টাকা ৫০ পয়সা নির্ধারণ করা হয়। গত জানুয়ারি মাসের শুরুতে ডলারের বিনিময় মূল্য ২০ পয়সা বাড়িয়ে ৮৬ টাকা করেছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। সর্বশেষ ৯ মে ডলারের বিনিময় মূল্য ২৫ পয়সা বাড়িয়ে ৮৬ টাকা ৭০ পয়সা নির্ধারণ করা হয়।

উল্লেখ্য, চলতি ২০২১-২২ এদিকে চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের ১২ মে পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৫০২ কোটি (৫.০২ বিলিয়ন) ডলার বিভিন্ন ব্যাংকের কাছে বিক্রি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে সব মিলিয়ে প্রায় ৮ বিলিয়ন (৮০০ কোটি) ডলার কেনে বাংলাদেশ ব্যাংক। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৫ দশমিক ১৫ বিলিয়ন ডলার কিনেছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর আগে, বাজার স্থিতিশীল রাখতে গত অর্থবছরে ডলার কেনায় রেকর্ড গড়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংক।

সূত্র: বাংলা নিউজ ২৪.কম

মেহেরপুরে তেলের বাজার অস্থির ; মনিটারিং না থাকায় ক্ষুব্ধ ক্রেতা

মেহেরপুরের বাজারগুলোতে কোনোভাবেই কমছেনা সয়াবিন তেলের দাম। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে তেলের মূল্য। দোকানগুলোতে খোলা তেল পর্যাপ্ত পরিমাণ মিললেও মিলছেনা কোম্পানীর বোতলজাত সয়াবিন তেল।

এব্যাপারে জেলা প্রশাসন ও ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের দৃশ্যমান কোনো কার্যক্রম চোখে না পড়লেও জেলা প্রশাসক বলছেন প্রশাসন নজরদারীতে রেখেছেন এবিষয় নিয়ে।

মেহেরপুর ও গাংনী উপজেলা শহরে প্রতি কেজি তেল ২০৫ থেকে ২১০ টাকা মূল্যে কিনতে পারলেও জেলার বিভিন্ন গ্রামের মানুষ সে তেল কিনছেন ২১০ থেকে ২২৫ টাকা পর্যন্ত। বাজার মনিটারিং না করার কারণে ক্রেতাদের ঠকিয়ে অধিক মুনাফা করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন খুচরা ও পাইকার ব্যবসায়ীরা।

তবে, তেল পাওয়া না পাওয়া নিয়ে ত্রি-মুখী দুষছেন তেল ডিপো, তেলের ডিলার ও খুচরা পাইকার ব্যবসায়ীরা।

মেহেরপুর জেলায় তীর, পুষ্টি, বসুন্ধরা, যমুনা, ফ্রেস, রুপ চাঁদাসহ আরো কয়েকটি তেলের ডিলার রয়েছেন। এছাড়া গাংনীর চৌগাছা গ্রামে ও মেহেরপুরে রয়েছে খোলা তেলের কয়েকটি ডিলার।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েক জন তেলের ডিলার বলছেন, আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা তেলের ডিপোতে টিটি করলেও তারা আমাদের তেল দিচ্ছেনা। আমরা কিভাবে খুচরা ও পাইকার ব্যবসায়ীদের কাছে তেল দেবো? তবে, খুচরা ও পাইকার ব্যবসায়ীরা বলছেন গাড়ি গাড়ি তেল মেহেরপুরে আসলেও ডিলাররা আমাদের তেল দিচ্ছেন না।

বিগত কিছুদিন ধরে মেহেরপুরের বাজারগুলোতে অল্পবিস্তর বোতলজাত সয়াবিন তেল পাওয়া গেলেও গ্রামের অলিগলির দোকানগুলোয় তেলের বেশ স্বল্পতা ছিল।

মেহেরপুর জেলা শহরের দোকানগুলোর দু-একটি ছাড়া অন্য দোকানগুলোতে ছিল না সয়াবিন তেল। সরবরাহ আর গুদামে সয়াবিন তেলের সংকটের কারণে বাজারে এ স্বল্পতা বলে ধারণা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

তবে মেহেরপুরে এখন পর্যন্ত কোনো দৃশ্যমান অভিযান না চলায় প্রশাসন ও ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের কার্যক্রম নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন সাধারণ নাগরিকরা।

মেহেরপুর বড়বাজার এলাকার মের্সাস মোখলেছুর এন্ড ব্রাদার্স এর স্বত্বাধিকারী মোখলেছুর জামান শাহিন বলেন, আমরা বোতল জাত তেল পাচ্ছিনা। কয়েক দিন আগে আমি মাত্র ৬ কার্টুন তেল পেয়েছিলাম। সেখানে সরকারী রেট দেওয়া আছে ৭৬০ টাকা। আমি কিভাবে বিক্রি করবো। ওই তেল বোতল ভেঙ্গে লুজ করে বিক্রি করলে আমি এক হাজার টাকায় বিক্রি করতে পারবো। তবে তিনি বলেন, শুনেছি তেলের দাম নির্ধারণ করেছেন সরকার। ৫ লিটার তেলের দাম নির্ধারণ করেছে ৯৮০ টাকা। আগের দিনের ৫ লিটার সয়াবিন তেলের ৭৬০ টাকা দাম থাকায় বাজারে তেলের

সংকট তেরী হয়ে আছে।তিনি বলেছেন, কেউ যদি ৯৮০ টাকায় ৫ লিটারের সয়াবিন তেলের বোতল কিনতে চাইলে পাবেন।

ভেক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা অফিসের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ বলেছেন, আমার অধিদপ্দরের লোকবল কম। আমরা জেলা প্রশাসন থেকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের ধার নিয়ে অভিযান চালিয়ে থাকি। তাছাড়া আমাদের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য খুলনা বিভাগীয় পর্যায়ে থেকে বাৎসারিক ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার পরিকল্পনা দেওয়া হয়। সে ক্ষেত্রে মেহেরপুরে চলতি বছরে নির্ধারিত ৫০ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার কথা থাকলেও জেলাতে ইতোমধ্যে ৪৯ টি আদালত পরিচালনা করা হয়ে গেছে। তবে দু একদিনের মধ্যেই জেলাতে মোবাইল কোর্ট করা হবে হেতে পারে। তবে তিনি বলেছেন, ইতোমধ্যে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গার দর্শনাতে ভ্রাম্যমাণ আদালত চালিয়ে ২ হাজার লিটার তেল জব্দ করে। পরে ওই অসাধু ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদন্ড করা হয় এবং জব্দকৃত তেল নির্ধারিত মুল্যে বাজারে বিক্রি করে দেওয়া হয়। এছাড়া আলমডাঙ্গাতে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে ১ শ লিটার সয়াবিন জব্দ করা হয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে মেহেরপুর বড় বাজারের একজন খুচরা ও পাইকার মুদি ব্যবসায়ী জানান, বাজারে বেশি দামে বিক্রির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দোকানের গুদামে বিপুল পরিমাণ সয়াবিন তেল মজুত করে রাখা হয়েছে। কিন্তু প্রশাসনের নজরদারী না থাকায় ক্রেতারা অধিক দামে তেল কিনতে হচ্ছে।

গাংনী উপজেলা শহরের বজলুর রহমান নামের এক খুচরা ব্যবসায়ী বলেন, ঈদের দুই তিন দিন আগ থেকেই সয়াবিন তেল চাহিদা অনুযায়ী পাচ্ছি না। প্রতিদিন আমার দোকানে কমপক্ষে ২০০/৩০০ লিটার সয়াবিন বিক্রি হয়। ডিলারদের কাছে তেল এলেও তাঁরা চুপিচুপি বেশি দামে বিক্রি করে দেন।”

মেহেরপুর শহরের নাজমুল হোসেন ও আরাফাত হোসেন নামের ক্রেতা জানান, “মেহেরপুর বড় বাজারের কোনো দোকানে কিছুদিন যাবৎ বোতলজাত সয়াবিন তেল পাইনি। ব্যবসায়ীরা অধিক লাভের আশায় বোতলজাত তেল খুলে বোতল ফেলে দিয়ে লুজ তেল কিনলাম।

জানা গেছে, গত ২০ মার্চ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় লিটারপ্রতি বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম ১৬০ টাকা নির্ধারণ করে। তখন পাঁচ লিটার বোতলের দাম নির্ধারণ করা হয় ৭৬০ টাকা।

তবে বাজারে খোলা তেল ও পাম তেল না থাকার কথা জানিয়ে বিক্রেতারা বলেন, এখনও সংকট কাটেনি খোলা সয়াবিন ও পাম তেলের। আর বিক্রি হলেও তা সরকারের নির্ধারিত দরের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে।

খোলা সয়াবিন না বিক্রি করার বিষয়ে একজন তেল বিক্রেতা বলেন, সরকার খোলা তেলের যে দাম নির্ধারণ করেছে, তা থেকে অনেক বেশি দামে কিনে আনতে হয়। এ জন্য আমরা খোলা তেল আনছি না।

এদিকে বাজারে বোতলজাত সয়াবিন তেলের উচ্চমূল্যের কারণে ভোক্তাদের নাভিশ্বাস অবস্থা। উচ্চদামে নাজেহাল ক্রেতারা বলেন, এ তো অসহনীয় দাম। আমরা তো তেল কেনা নিয়ে বেশ চিন্তায় থাকি যে কীভাবে কিনব। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য এ দাম অনেক বেশি।

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খান বলেছেন, মেহেরপুর জেলায় রয়েছে ছোট ছোট বাজার। এখানে ব্যবসায়ীরা মজুদ গড়ে তুললে আমরা খবর পাবো। তবে, ব্যবসায়ীদের উপর নজরদারী করা হচ্ছে সব সময়। এছাড়া বাজার মনিটারিং করা হচ্ছে নিয়মিত।

‘মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়’র অনুমোদন মন্ত্রীসভায়

মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়’ নামে একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে মেহেরপুরে। ‘মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়’ স্থাপনে আইনের খসড়ায় নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম।

সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে ‘মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেহেরপুর আইন-২০২২’-এর খসড়ায় নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদসচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম সাংবাদিকদের ব্রিফ করে জানান, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় আইনের মতো করেই নতুন

আইনটি করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হবেন রাষ্ট্রপতি। চার বছরের জন্য একজন উপাচার্য এবং দুজন উপ-উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হবে।

তিনি বলেন, ‘এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা চাইলে প্রফেশনাল কোর্স করতে পারবে। ডিপ্লোমা সার্টিফিকেটসহ যেসব কোর্সের চাহিদা বেশি থাকবে সেসব কোর্স করাতে পারবে। ’

স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছেন মরহুম ছহিউদ্দিন বিশ্বাস

জাতীয় পর্যায়ে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জল ও কৃতিত্ত্বপূর্ণ অবদান রাখায় স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২২ পাচ্ছেন মরহুম ছহিউদ্দিন বিশ্বাস।

মরহুম ছহিউদ্দিন বিশ্বাস জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপির পিতা এবং তৎকালীন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। তিনি দুই বার সংসদ সদস্য ছিলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে এমএলএ নির্বাচিত হয়েছিলেন।

আজ মন্ত্রী পরিষদের বিভাগের এক প্রেস বিজ্ঞিপ্তিতে এ তথ্য জানা গেছে। একই সঙ্গে আরো ৯ ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠান এ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।

স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত অন্যরা হলেন- স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধা ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরী, শহীদ কর্ণেল নাজমুল হুদা (বীর বিক্রম), আব্দুল জলিল, সিরাজ উদ্দিন আহমেদ, মরহুম সিরাজুল হক, চিকিৎসাবিদ্যায় অধ্যাপক ডা. কণক কান্তি বড়ুয়া, অধ্যাপক ডা. মো: কামরুল ইসলাম, সাহিত্যে মরহুম আমির হামজা, স্থাপত্যে স্থপতি সৈয়দ আইনুল হোসেন এবং গবেষণা ও প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিডাব্লিউএমআরআই)।

মুজিবনগর স্থল বন্দরের কাস্টমস স্টেশনের গেজেট প্রকাশ

মেহেরপুরের মুজিবনগর স্থলবন্দরের জন্য স্থল কাস্টমস স্টেশন অবিলম্বে চালু করার জন্য গেজেট প্রকাশ করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ গেজেট প্রকাশ করেছে। গেজেটে মুজিবনগর স্বাধীনতা সড়ক হয়ে ভারতের নদীয়া জেলার চাপড়া-কৃষ্ণনগর সড়ক দিয়ে ভারতে যাত্রী চলাচল ও পণ্য আমাদানী ও রপ্তানী করা যাবে। তবে অবকাঠামো উন্নয়ন না হওয়া পর্যন্ত কেবল যাত্রী চলাচল করতে পারবে।

স্বাধীনতার সূতিকাগার মেহেরপুরের মুজিবনগর (তৎকালীন বৈদ্যনাথতলা) থেকে ভারতের নদীয়া পর্যন্ত ঐতিহাসিক সেই সড়ক। যে সড়ক ধরে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল জাতীয় চার নেতা মুজিবনগরের আম্রকাননে এসে শপথ নিয়েছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রথম সরকারের। জাতীয় চার নেতার সাথে এই সড়ক ধরে এসেছিলেন অসংখ্যা বিদেশি সংবাদকর্মী ও মুক্তিযোদ্ধা।

স্বাধীনতার দির্ঘ সময় পরে হলেও মুজিবনগর-কলকাতা “স্বাধীনতা সড়ক” নির্মাণ করছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়। এক কোটি চার লাখ টাকা ব্যয়ে ইতিমধ্যে নির্মাণ হয়েছে স্বাধীনতা সড়ক।

খসড়া আয়কর আইনের মূল্যায়ন নিয়ে

[redacted]

‘[redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted]